# পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নং - ২২৪১-২০৬০/২২১৯-৮৯৩০

**মাননীয়,**

**বার্তা সম্পাদক**

---

**মহাশয়,**

**নীচের এই বিবৃতিটি আপনাদের বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।**

## প্রেস বিবৃতি

**০৪-০১-২০১৬**

**পশ্চিমবঙ্গের সরকার পোষিত কলেজগুলিতে কর্মরত অতিথি অধ্যাপক বন্ধুরা মর্যাদার সঙ্গে তাদের পেশায় অংশ নিতে পারার দাবি নিয়ে গত সোমবার ২৮ ডিসেম্বর থেকে কলেজ স্কোয়ার বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে রিলে অনশন অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে অনশনরত এক অধ্যাপক বন্ধু অসুস্থ হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হ'ন। শাসক দলের এক কাউন্সিলার এঁদের অবস্থান থেকে উঠে যাওয়ার জন্য হুমকি দেন। আজ যে ভাবে শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশ নিতে গিয়ে এই সব অধ্যাপক বন্ধু পুলিশের হাতে নিগৃহীতা হয়েছেন অধ্যাপক সমিতি তার তীব্র নিন্দা করছে। অধ্যাপক সমিতি দীর্ঘদিন ধরে এই সব অতিথি অধ্যাপক বন্ধুদের ধারাবাহিক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ও এঁদের সরকারি পে-প্যাকেট এর আওতাভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে। এখনো সেই আন্দোলন চলছে।**

**আমরা মনে করি অনশন অবস্থানে অংশগ্রহণকারী এইসব অধ্যাপক বন্ধুদের দাবি যুক্তি সঙ্গত। এঁরা কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত। যেহেতু নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছে না এবং শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব শ্লথগতিতে চলছে তাই কলেজগুলিতে এই সব অতিথি অধ্যাপকদের পাঠদান সহ অন্যান্য কাজের অনেকটাই করতে হয় অথচ পারিশ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং ধারাবাহিক কাজে যুক্ত থাকার প্রশ্নে এঁরা বহুক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের চরম লাঞ্ছনার শিকার। ছুটি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও এঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন।**

**অধ্যাপক সমিতি এই সকল অতিথি অধ্যাপকদের আংশিক সময়ের সরকার অনুমোদিত অধ্যাপকদের মত সরকারি পে প্যাকেটের আওতাভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছে। সেই সাথে এঁরা যাতে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে পেশায় যুক্ত থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছে। সমিতি অতিথি অধ্যাপক বন্ধুদের এই আন্দোলন কে শুধু সমর্থন নয় অধ্যাপক সমিতির আন্দোলনের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করতে সংকল্পবদ্ধ।**

**অভিনন্দন সহ**

**(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)**
**সাধারণ সম্পাদক**
**৯৪৩৩৮২০৬১০**